শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

জীবননগর উপজেলা পরিষদের নভেম্বর-২০২০খ্রিঃ মাসের মাসিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী।
সভাপতি ঃ জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান
চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
তারিখ ঃ ১২-১১-২০২০খ্রিঃ, সময় ঃ বেলা- ১০:৩০ ঘটিকা।
স্থান ঃ উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষ
সভা নং ঃ ০৫/২০২০-২১ অর্থবছর।

উপস্থিত সদস্যবৃন্দ ঃ পরিশিষ্ট - ক

সভার শুরুতে সভাপতি জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, জীবননগর উপস্থিত সকল সম্মানিত সদস্যকে স্বাগত জানান। মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোছাঃ আয়েশা সুলতানা এবং ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আঃ সালাম সভায় উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভা শুরু হয়। অতঃপর সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে জনাব এস. এম. মুনিম লিংকন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জীবননগর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

ঃ সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
০১	গত অক্টোবর-২০২০খ্রিঃ মাসের সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করা হয়।	সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে মর্মে সভায় সকল সদস্যের সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	-
০২	উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত কার্যক্রম ঃ অফিসার ইনচার্জ, জীবননগর থানা বলেন যে, আমাদের উপজেলায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আগের থেকে এখন অনেক ভালো আছে। আইন শৃঙ্খলা অবনতি নির্ভর করে চুরি, ডাকাতি এবং ছিনতায় এর উপর। কিন্তু গত ২-৩ মাসের ভিতরে এমন কোন ঘটনা জীবননগর উপজেলায় ঘটেনি। সে ক্ষেত্রে জীবননগর উপজেলার আইন শৃঙ্খলার অবস্থা খুবই ভালো। সামনে শুকনার সময় আসছে, রাস্তার পাশে ঝোপ-ঝাড় পরিষ্কার করতে হবে। ডাকাতি চুরি বেড়ে যেতে পারে। আমাদের টহল নিয়মিত চলছে এবং মাদক বিরোধী অভিযান চলমান আছে।	উপজেলা আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি ভালো রাখা এবং মাদক বিরোধি অভিযান চলমান রাখায় অফিসার ইনচার্জ, জীবননগর থানাকে সভার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানানো হয় এবং এধারা অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়।	অফিসার ইনচার্জ, জীবননগর থানা।
০৩	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত কার্যক্রম ঃ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার বলেন যে, গত ০৬-১০-২০২০খ্রিঃ তারিখে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তার বিভাগীয় কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে। তিনি আরও বলেন যে (ক) করোনা ভাইরাস এখন পর্যন্ত আমাদের নিয়ন্ত্রণে আছে। নমুনা নেওয়া হয়েছে ৮০২টি, পজিটিভ এসেছে ১৬৬টি, সুস্থ হয়েছে ৫৬২ জন এবং হোম আইসোলেসনে ০৪ জন। গত দুই মাসে করোনা রুগি অনেক কমে গেছে। করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় নিজেদের মধ্যে সচেতনতা থাকতে হবে। সামাজিক দুরুত্ব মেনে চলতে হবে। বার বার হাত ধৌত করতে হবে। গরম পানি খেতে হবে। যদি সর্দি কাশি হয় তাহলে হাসপাতালে আসলে আমরা চিকিৎসা দেওয়ার ব্যবস্থা করবো। এখন ঘরে থেকে বেশি মানুষ ভালো হচ্ছে। আমাদের শরীরে একটি প্রতিরোধ ক্ষমতা চলে আসছে। আমরা বাসায় বসেই নিজের চিকিৎসা নিজে করবো। ভিটামিন সি জাতীয় ফল বেশী করে খাবো। যতটা সম্ভব বাহিরে কম যাব এবং বাহিরে গেলে অবশ্যই মুখে মাস্ক দিয়ে	(ক) করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় সকলকে সচেতন ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার জন্য অনুরোধ করা হয় এবং এডিপি বরাদ্দ হতে জলাতঙ্ক রোগের ভ্যাকসিন সরবরাহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	চেয়ারম্যান, আন্দুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার।

	বের হবো। আবার ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিচ্ছে। আমাদের সচেতন হতে হবে। ডেঙ্গু রোগের পরিক্ষার জন্য আমাদের হাসপাতালে ফ্রি চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। জলাতঙ্ক রোগের ভ্যাকসিন এবং সাপে কাটা ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য পরিষদ বরাবর সুপারিশ করেন।		
	(খ) আন্দুলবাড়ীয়া নবনির্মিত উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে জমি সংরক্ষণ সংক্রান্ত ঃ আন্দুলবাড়ীয়া উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রেটি পুরাতন ভবনের পাশেই নতুন ভবনসহ সীমানা প্রাচীর নির্মান ও মাটি ভরাট কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কিন্ত ভবনের সামনে সীমানা প্রাচীর ও প্রধান সড়ক সংলগ্ন অত্র উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের খালি জায়গায় বিভিন্নজন সবসময় মাইক্রো ষ্ট্যান্ড হিসাবে ব্যবহার করছে এবং একটি মহল উক্ত খালি জায়গা দখল করার বিষয়ে বিভিন্নভাবে তৎপর আছে। বিধায় উক্ত খালি জায়গায় আগত সেবা গ্রহনকারী রোগী সাধারনের বসার জন্য কিছু সিমেন্টের বেঞ্চ তৈরীর মাধ্যমে জরুরী ভিত্তিতে জায়গাটি সংরক্ষণের জন্য বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন।	(খ) আন্দুলবাড়ীয়া উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সিমেন্টের বেঞ্চ তৈরীর বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য চেয়ারম্যান, আন্দুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদকে অনুরোধ জানানো হয়।	
০৪	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ ঃ উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্ত্া সভাকে জানান যে, গত ০৬-১০-২০২০খ্রিঃ তারিখে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তার দপ্তরের কার্যক্রম সুষ্ঠু ও স্বাভাবিকভাবে চলছে। তিনি আরও বলেন যে, মুজিববর্ষ উপলক্ষে আমাদের একটি ইনোভেশন কার্যক্রম আছে "নিরাপদ প্রসাব সেবা প্রদান করা"। আমাদের পরিবার পরিকল্পনার বিভাগিয় কর্মিদের দ্বারা নরমাল ডেলিভারি করানোর প্রকল্প নেওয়া আছে। যাতে করে সবাই নরমাল ডেলিভারি করায় সে বিষয়ে সবাইকে সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য বলা হয় এবং উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি) এর অর্থায়ন হইতে এলাকা থেকে ধাত্রিদের এবং পল্লি চিকিৎস্যকদের নিয়ে সচেতনতা মূলক প্রশিক্ষন দেওয়া যায় তাহলে ভালো হয়। বিষয়টি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচন হয়।	দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে পরিচালনা করায় উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসারকে ধন্যবাদ দেওয়া হয় এবং সচেতনতা মূলক প্রশিক্ষনের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য ইউডিএফ কে বলা হয়।	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার।
০৫	উপজেলা কৃষি ও সেচ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত কার্যক্রম ঃ উপজেলা কৃষি অফিসার বলেন যে, তার দাপ্তরিক কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে। গত ২৯-১০-২০২০খ্রিঃ তারিখে কৃষি ও সেচ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় সুপারিশকৃত নিম্নরূপ বিষয়গুলির উপর সভায় পুনরায় পর্যালোচনা করা হয়- (ক) বর্তমানে গমসহ সকল রবি মৌসুমের ফসল রোপন শুরু হয়েছে। কৃষকদের বীজ শোধনের বিষয়ে সচেতন করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সরকারি বিধি মোতাবেক নিজ ইউনিয়নের বাসিন্দাদের নিজ নিজ ইউনিয়নে ব্যবসা পরিচালনা করা ও বিভিন্ন ডিলারের মাধ্যমে যে সমস্ত সার কৃষকদের মাঝে সরবরাহ করা হয় সে ক্ষেত্রে অনিয়ম পরিলক্ষিত হচ্ছে বিষয়টি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। (খ) প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদে কৃষকদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন পরিষদে ১টি করে স্প্রে মেশিন ও ১টি করে ফুট পাম্প স্প্রেয়ার সরবরাহের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	(ক) বীজ শোধনের জন্য কৃষকদের সচেতন করা ও ব্যবসা পরিচালনার জন্য লাইসেন্স প্রদান, সকল ডিলারদের সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবসা পরিচালনা করার বিষয়ে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য উপজেলা কৃষি অফিসারকে অনুরোধ করা হয়। (খ) প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদে কৃষকদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের জন্য ইউনিয়ন পরিষদে ১ টি করে স্প্রে মেশিন ও ১টি করে ফুট পাম্প স্প্রেয়ার সরবরাহের জন্য সকল	উপজেলা কৃষি অফিসার, জীবননগর।

		ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হয়।	
০৬	উপজেলা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত কার্যক্রম ঃ মৎস্য বিভাগীয় ঃ সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বলেন যে, তার দাপ্তরিক কার্যক্রম স্বাভাবিক ভাবে চলছে। গত ১১-১১-২০২০খ্রিঃ তারিখে উপজেলা মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় সুপারিশকৃত নিম্নরূপ বিষয়গুলির উপর সভায় পুনরায় পর্যালোচনা করা হয়- (ক) মাছ ব্যবসায়ী/আড়ৎদারসহ জনসাধারণের মাঝে সচেতনতামূলক নানামুখী কার্যকরী পদক্ষেপ এবং নিষিদ্ধকালিন সময়ে উপজেলার হাট-বাজারগুলি নিবিড় তদারকিসহ অভিযান ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার ফলে ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণ-২০২০খ্রিঃ জীবননগর উপজেলাতে সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতার জন্য উপজেলা প্রশাসনকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়। একইসাথে বিগত ১ নভেম্বর ২০২০খ্রিঃ হতে জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। যা আগামী ৩০ জুন ২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত চলমান থাকবে। এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগীতার জন্য উপজেলা প্রশাসনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হয়। (খ) দেশীয় প্রজাতি মাছের বংশ রক্ষাসহ প্রজননের ক্ষেত্রে মৎস্য অভয়াশ্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভৈরব নদীর কাশিপুর মাঠপাড়া ব্রিজের নিকট একটি অভয়াশ্রম স্থাপন করা গেলে দেশীয় প্রজাতী মাছের বংশ রক্ষাসহ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মারুফদহ বাঁওড়ে স্থাপিত অভয়াশ্রমটি মেরামত করা প্রয়োজন এবং মৎস্য বিভাগের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে বর্তমানে মৎস্য সেক্টরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আত্তকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে অভূতপূর্ব মানবসম্পদ উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং যার কোন বিকল্প নেই। শিক্ষিত বেকার যুবকদের নতুন উদ্যেক্তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বর্তমানে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করেছে। এ বিষয়কে সামনে রেখে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদের সহযোগীতা কামনা করা হয়।	(ক) এ উপজেলার কোথাও যাতে জাটকা ইলিশ বিক্রয় করতে না পারে সে বিষয়ে সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে তদারকিসহ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো। (খ) উক্ত অভয়াশ্রম বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) তহবিলের বরাদ্দ হইতে এবং বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষের প্রশিক্ষণ এর বিষয়ে ২০১৯-২০খ্রিঃ অর্থবছরের উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (UGDP) তহবিলের বরাদ্দ হইতে প্রকল্প গ্রহনের সময় আলোচনা সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
০৭	উপজেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগ ঃ উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার বলেন যে, তার দাপ্তরিক কার্যক্রম স্বাভাবিক ভাবে চলছে। গত ১১-১১-২০২০খ্রিঃ তারিখে উপজেলা মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় সুপারিশকৃত নিম্নরূপ বিষয়গুলির উপর সভায় পুনরায় পর্যালোচনা করা হয়- চলতি অর্থবছরে গরুর খামারিদের গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যে ৭৫ জন সুফলভোগী কমিটির মাধ্যমে নির্বাচন করতঃ প্রকল্প দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে (গবাদিপশু) ১,৯৫৫টি গরু, ৪,৯৫৬টি ছাগল ও ৩৭০টি ভেড়ার, (পোষা প্রাণি) ০২টি কুকুর ও ০৬টি বিড়াল চিকিৎসা সেরা প্রদান করা হয়েছে। (এবং ১৩,৫৭০টি মুরগি, ৭,২০৪টি হাঁস ও ৬,৯৩৪টি কবুতর চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে (গবাদিপশু) ৮,৮৮৪টি গরু, ৮,৯০০টি ছাগল ও ১০০টি ভেড়ার বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়েছে। এবং ২,০৪,০০০টি মুরগি ও ১২,৫০০টি হাঁসের রোগ প্রতিরোধ ভ্যাকসিন	দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠ ও সুন্দর ভাবে পরিচালনা করায় উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসারকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়।	উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার, জীবননগর।

	প্রদান করা হয়েছে।		
০৮	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত কার্যক্রম ঃ উপজেলা প্রকৌশলী বলেন যে, তাঁর দপ্তরের কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে। তিনি আরও বলেন যে - (ক) ২০১৯-২০খ্রিঃ অর্থবছরের উপজেলা পরিষদের রাজস্ব উদ্বৃত্ত ৯৪,২০,১১০.০০ (চুরানব্বই লক্ষ বিশ হাজার একশত দশ) টাকা ২০২০-২১খ্রিঃ অর্থবছরের উপজেলা উন্নয়ন তহবিলে স্থানান্তর করা হয়েছে এবং ২০২০-২১খ্রিঃ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) তহবিল হইতে ১ম কিস্তিতে ২১,৪৯,০০০.০০ (একুশ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার) টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। উক্ত অর্থের বিপরীতে বিধি মোতাবেক প্রকল্প গ্রহন করা যেতে পারে। (খ) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, উপজেলা-২ শাখার গত ২৯-০৯-২০২০খ্রিঃ তারিখের ৪৬.০৪৫.২০.০০৯.১০.০১০.২০২০-৪৬৫ নং স্মারকে ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে উপজেলাসমূহের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং- ২২১০০০৪০০) থোক বরাদ্দের ৬৫০.০০ কোটি (ছয়শত পঞ্চাশ কোটি) টাকা হতে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য জীবননগর উপজেলা পরিষদের অনুকূলে ১,৩৩,০০০.০০ (একলক্ষ তেত্রিশ হাজার) টাকা বরাদ্দ প্রদান করেছেন। প্রচলিত সরকারি বিধান ও স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক ১০-১১-২০১৪খ্রিঃ তারিখের ৪৬.০৪৬.০১৮.০০.০০.০৫৪.২০১৩.১০৬৮ নং স্মারকে জারিকৃত উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা অনুসরণে উপজেলা পর্যায়ে আসন্ন শীত মৌসুমে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে (**মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, এন্টিসেপটিক সাবান বিনামূল্যে বিতরণ**) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাব রাখেন। বিষয়টি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	(ক) উক্ত আলোচনান্তে ০৮টি ইউনিয়নের চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন দপ্তরের দপ্তর প্রধানগণকে আগামী ১০ দিনের মধ্যে প্রকল্পের চাহিদা জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো এবং প্রকল্পগুলি গ্রহন ও যাচাই বাছাই করে পরবর্তী মাসিক সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য উপজেলা প্রকৌশলীকে অনুরোধ করা হলো। (খ) উক্ত আলোচনান্তে আসন্ন শীত মৌসুমে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে **"মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, এন্টিসেপটিক সাবান বিনামূল্যে বিতরণ"** প্রকল্পটি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। যাহা পরিশিষ্ট- ''খ'' তে উল্লেখ করা হলো। প্রকল্পটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য প্রাক্কলন প্রস্তুত পূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহনের জন্য উপজেলা প্রকৌশলীকে অনুরোধ করা হলো।	উপজেলা প্রকৌশলী, জীবননগর।
০৯	উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি) সম্পর্কিত কার্যক্রম ঃ উপজেলা প্রকৌশলী বলেন যে, ২০১৯-২০ অর্থবছরের উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি) এর ৪০,০০,০০০.০০ (চল্লিশ লক্ষ) টাকার অবকাঠামোগত ও ১০,০০,০০০.০০ (দশ লক্ষ) টাকার সক্ষমতা উন্নয়ন উপ-প্রকল্পের প্রস্তাবনা আহবান করা হয়। উক্ত প্রকল্পের বিষয়ে মাসিক সাধারণ সভায় অবহিত করেন এবং প্রকল্পের প্রস্তাবনা পাওয়া সাপেক্ষে যাচাই বাচাই করে আগামি মাসিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করার বিষয়ে আলোচনা করেন।	উক্ত আলোচনান্তে প্রকল্পগুলি যাচাই বাছাই করে পরবর্তী মাসিক সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য উপজেলা প্রকৌশলীকে অনুরোধ করা হলো	উপজেলা প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের সভাপতি, দপ্তর সমুহ এবং ইউডিএফ।
১০	উপজেলা সমাজ কল্যাণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত কার্যক্রম ঃ উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন যে, তার দাপ্তরিক কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে। তিনি আরও বলেন যে - সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে পরিচালিত জীবননগর উপজেলায় ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসোমিয়া দূরারোগ্য ব্যাধিতে যারা আক্রান্ত তারা উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে যোগাযোগ করে আর্থিক অনুদান পাওয়ার আবেদন পত্র সংগ্রহ করে জমা দেওয়ার জন্য উপজেলা পরিষদের সকল সদস্যদেরকে অবগত করানো	উক্ত দূরারোগ্য ব্যাধিতে যারা আক্রান্ত তাদেরকে অতিসত্তর উপজেলা সমাজসেবা অফিসে যোগাযোগ করানোর জন্য মেয়র, জীবননগর পৌরসভা এবং সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণকে	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার।

	হলো।	বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হয়।	
১১	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত কার্যক্রম ঃ উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার বলেন যে, তার দাপ্তরিক কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে।	নিয়মিতভাবে উক্ত স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠান করতে হবে।	উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার।
১২	উপজেলা সাংস্কৃতিক বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত কার্যক্রম ঃ উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার বলেন যে, তার দাপ্তরিক কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে।	নিয়মিতভাবে উক্ত স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠান করতে হবে।	উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার।
১৩	উপজেলা পরিবেশ ও বন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত কার্যক্রম ঃ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা সামাজিক বনায়ন নার্সারী ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বলেন যে, গত ০৭-০৭-২০২০খ্রিঃ তারিখে পরিবেশ ও বন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তার দাপ্তরিক কার্যক্রম স্বাভাবিক ভাবে চলছে। তিনি আরও বলেন যে, জীবননগর উপজেলা ব্যাপী পল্লি বিদ্যুৎ এর তারের উপর ঝুলে যাওয়া যে গাছের ডাল কাটা হয় সে ডাল কাটার সময় সহকারি জেনারেল ম্যানেজার, মেহেরপুর পল্লি বিদ্যুৎ সমিতি, সাব জোনাল অফিস, জীবননগর আমাকে অবহিত করেন না। গাছের ডাল কাটার আগে আমাকে অবগত করার জন্য অনুরোধ করছি।	গাছের ডাল কাটার আগে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা সামাজিক বনায়ন নার্সারী ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র জীবননগরকে অবগত করার জন্য সহকারি জেনারেল ম্যানেজার, মেহেরপুর পল্লি বিদ্যুৎ সমিতি, সাব জোনাল অফিস, জীবননগরকে অনুরোধ করা হয়।	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সামাজিক বনায়ন নার্সারী ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জীবননগর।
১৪	উপজেলা মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত কার্যক্রম ঃ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বলেন যে, গত ২৪-০৯-২০২০খ্রিঃ তারিখে মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তার বিভাগীয় কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে। তিনি আরও বলেন যে, করোনা কালিন সময়ে ডিস ক্যাবলের মাধ্যমে যে ক্লাশ নেওয়া হতো সেটা এখন বন্ধ আছে। মন্ত্রনালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক এক মাসের একটি সিলেবাস করে দেওয়া হয়েছে শ্রেণি ভিত্তিক এবং বিষয় ভিত্তিক সেই কাজগুলি চলছে। এই কাজগুলি ছেলে/মেয়েরা বাসা থেকে এ্যাসাইনমেন্টগুলি তৈরি করে স্কুলে জমা দিচ্ছে। এর উপর মূল্যায়ন করে এবছর জেএসসি পরিক্ষা এবং বার্ষিক পরিক্ষাও নেওয়া যাচ্ছে না। এই এ্যাসাইনমেন্ট এর উপর মূল্যায়ন করে পরবর্তি ক্লাশে পদোন্নতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।	করোনা কালিন সময়ে সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সঠিক ভাবে পরিচালনার জন্য উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারকে অনুরোধ করা হয়।	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার।
১৫	উপজেলা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত কার্যক্রম ঃ উপজেলা শিক্ষা অফিসার বলেন যে, গত ০৫-১০-২০২০খ্রিঃ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তার দাপ্তরিক কার্যক্রম স্বাভাবিক ভাবে চলছে। তিনি আরও বলেন যে, বিবেচ্য সময়ে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী সকল (৭১টি) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বেতন ভাতা বিল যথা নিয়মে পরিশোধ করা হয়েছে। ১৭-০৩-২০২০খ্রিঃ হতে প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ বন্ধ রয়েছে। এ দীর্ঘছুটিতে মুজিব বর্ষের কার্যক্রমসহ চলমান রয়েছে। শিশুদের পাঠদানের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য "সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনে"এ ও বাংলাদেশ বেতারে বিষয় ভিত্তিক পাঠদান কর্মসূচী "ঘরে বসে শিখি" প্রচার করা হচ্ছে যা নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। এছাড়া অত্র বিভাগের অন্যান্য কাজ স্বাভাবিকভাবেই চলমান আছে।	মুজিববর্ষ পালনের জন্য নির্দেশিত কার্যক্রম সমূহ সুষ্ঠ ও সুন্দর ভাবে সম্পন্ন ও বিভাগীয় কাজ স্বাভাবিকভাবে সুসম্পন্ন হওয়ায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। এধারা অব্যহত রাখার জন্য সভায় উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে অনুরোধ জানানো হয়।	উপজেলা শিক্ষা অফিসার।
১৬	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত কার্যক্রম ঃ উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা বলেন যে, তার দাপ্তরিক কার্যক্রম স্বাভাবিক ভাবে চলছে। গত ০৪-১০-২০২০খ্রিঃ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায়	উক্ত খেলাপী ঋণ আদায়ের বিষয়ে বিধিগত পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উপজেলা পল্লী উন্নয়ন	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা।

	সুপারিশকৃত নিম্নরূপ বিষয়গুলির উপর সভায় পুনরায় পর্যালোচনা করা হয়- গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য সমিতি/দল গঠন, পুঁজি গঠন, যৌতুক ও বাল্যবিবাহ রোধ, নারীর ক্ষমতায়ন, স্যানিটেশনে উদ্বুদ্ধ করা, সদস্যদের আয়বর্ধকমূলক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তীতে ঋণ সহায়তা প্রদান করা। তিনি সভাকে জানান যে, ২০২০-২১ অর্থবছরে শেয়ার আদায়ের বার্ষিক লক্ষমাত্রা ০.৬৫ লক্ষ টাকা। সেপ্টেম্বর-২০২০খ্রিঃ মাসে অগ্রগতি ০.১৩ লক্ষ টাকা। সঞ্চয় আদায়ের বার্ষিক লক্ষমাত্রা ১০.৪৮ লক্ষ টাকা। এ পর্যন্ত আদায় ২.৭২ লক্ষ টাকা। ঋণ বিতরণের বার্ষিক লক্ষমাত্রা ২৫০.৭৫ লক্ষ টাকা। এ পর্যন্ত বিতরণের পরিমান ৯৯.৪৩ লক্ষ টাকা। ঋণ আদায়ের বার্ষিক লক্ষমাত্রা ২৪৮.৮১ লক্ষ টাকা। আদায়ের পরিমান ৭৪.১৬ লক্ষ টাকা। বার্ষিক আদায়ের হার ৩০% এবং ক্রমপুঞ্জিত আদায়ের হার ৮৫%। অত্র দপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৬টি প্রকল্পের মোট খেলাপী ঋণের পরিমান ১০৫.৪১৫ লক্ষ টাকা। তিনি সভায় খেলাপী ঋণ আদায়ে উপজেলা প্রশাসনের সহযোগীতা কামনা করেন।	অফিসারকে অনুরোধ করা হয়।	
১৭	<u>উপজেলা পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প বিষয়ক কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা ঃ</u> উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা বলেন যে, তার দাপ্তরিক কার্যক্রম স্বাভাবিক ভাবে চলছে। চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরে শেয়ার আদায়ের বার্ষিক লক্ষমাত্রা ০.৭২ লক্ষ টাকা। সেপ্টেম্বর-২০২০খ্রিঃ মাসে অগ্রগতি ০.১৭ লক্ষ টাকা। সঞ্চয় আদায়ের বার্ষিক লক্ষমাত্রা ৩.২৮ লক্ষ টাকা। এ পর্যন্ত আদায় ০.৩০ লক্ষ টাকা। ঋণ বিতরণের লক্ষমাত্রা ১৪০.৪৭ লক্ষ টাকা। এ পর্যন্ত বিতরণের পরিমান ১৭.৬৬ লক্ষ টাকা। বছরে ঋণ আদায়ের লক্ষমাত্রা ১৪২.৩৪ লক্ষ টাকা। আদায়ের পরিমান ১৯.৯২ লক্ষ টাকা। বার্ষিক আদায়ের হার ১৪% এবং ক্রমপুঞ্জিত আদায়ের হার ৯৫%। বর্তমানে খেলাপী ঋণের পরিমান ৩৯.৬৫ লক্ষ টাকা। তিনি সভায় খেলাপী ঋণ আদায়ে উপজেলা প্রশাসনের সহযোগীতা কামনা করেন।	উক্ত খেলাপী ঋণ আদায়ের বিষয়ে বিধিগত পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তাকে অনুরোধ করা হয়।	উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা।
১৮	<u>উপজেলা সমবায় বিষয়ক কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা ঃ</u> উপজেলা সমবায় অফিসার বলেন যে, তার দাপ্তরিক কার্যক্রম স্বাভাবিক ভাবে চলছে। মনোহরপুর আশ্রায়ন প্রকল্পে উপকারভোগীদের নিকট পাওনা ঋণের পরিমান ১৪,৮২,৮৪০/- টাকা। এ পর্যন্ত ঋণ আদায়ের পরিমান ৮,৫৯,৩৫২/- টাকা। ঋণ আদায়ের হার ৫৯%। উল্লেখ্য ঋণ গ্রহণ পূর্বক ব্যারাক ত্যাগকারী সদস্যদের নিকট পাওনা ঋণের পরিমান ৪,৪৪,১২৩/- টাকা এবং মৃত সদস্যদের নিকট পাওনা ঋণের পরিমান ২৬,২৮২/- টাকা। ব্যারাকে অবস্থানকারী সদস্যরা নিয়মিত ঋণের কিস্তি পরিশোধ করছে। ঋণ আদায়ের অগ্রগতি পূর্বের তুলনাই মোটামুটি সন্তোষজনক।	উক্ত খেলাপী ঋণ আদায়ের বিষয়ে বিধিগত পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উপজেলা সমবায় অফিসারকে অনুরোধ করা হয়।	উপজেলা সমবায় অফিসার।
১৯	<u>আমার বাড়ী আমার খামার প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা ঃ</u> উপজেলা সমন্বয়কারী, আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প বলেন যে, তার দাপ্তরিক কার্যক্রম স্বাভাবিক ভাবে চলছে। আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পে ২০২০-২১ অর্থবছরে দলগঠন ক্রমপুঞ্জিত ১১৩ টি, সদস্য সঞ্চয় জমার লক্ষমাত্রা ২০.০০ লক্ষ টাকা। সেপ্টেম্বর-২০২০খ্রিঃ অগ্রগতি হয়েছে ৪.০৫ লক্ষ, ক্রমপুঞ্জিত ৯৯.৩৪ লক্ষ টাকা। ঋণ বিতরণের লক্ষমাত্রা ২৪০.০০ লক্ষ টাকা। অর্জন হয়েছে ৪২.০০ লক্ষ টাকা। ক্রমপুঞ্জিত অর্জন ৪৪৩.৫০ লক্ষ টাকা। ঋণ আদায়ের লক্ষমাত্রা ২৪০.০০ লক্ষ টাকা। আদায় হয়েছে ২২.২০ লক্ষ টাকা। ক্রমপুঞ্জিত আদায় ১৭৯.৮৭ লক্ষ টাকা। তিনি সভায় খেলাপী ঋণ আদায়ে উপজেলা প্রশাসনের	উক্ত খেলাপী ঋণ আদায়ের বিষয়ে বিধিগত পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সমন্বয়কারী আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প-কে অনুরোধ করা হয়।	সমন্বয়কারী আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প।

	সহযোগীতা কামনা করেন।		
২০	<u>উপজেলা বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত কার্যক্রমঃ</u> উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা বলেন যে, গত ১০-০২-২০২০খ্রিঃ তারিখে বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তার বিভাগীয় কার্যক্রম স্বাভাবিক ভাবে চলছে। তিনি আরও বলেন যে, আসন্ন আমন সংগ্রহের লক্ষে জরুরী ভিত্তিতে আমাদের কৃষকের তালিকা নির্ধারণ করতে হবে। এ তালিকাগুলি আমাদের লটারির মাধ্যমে নির্বাচন করে পরবর্তিতে সিদ্ধান্ত হবে আমরা কবে থেকে ধান ক্রয় করা শুরু করবো। এবিষয়ে কৃষি অফিসারকে জানানো হয়েছে। আশাকরি আগামি সপ্তাহের মধ্যে আমরা কার্যক্রম শুরু করতে পারবো।	নিয়মিতভাবে উক্ত স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠান করতে হবে এবং দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তাকে অনুরোধ করা হয়।	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা।
২১	<u>উপজেলা যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত কার্যক্রম</u> ঃ উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা বলেন যে, তার বিভাগীয় কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে। গত ১২-১০-২০২০খ্রিঃ তারিখে যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় সুপারিশকৃত নিম্নরূপ বিষয়গুলির উপর সভায় পুনরায় পর্যালোচনা করা হয়- (ক) ইনোভেশন কার্য-হিসাবে ধোপাখালী গ্রামকে "বেকারমুক্ত স্বনির্ভর গ্রাম" গঠনের জন্য উক্ত গ্রামের বেকার যুব/যুব মহিলাদের তালিকা তৈরি করা হয়। উক্ত তালিকার হিসাব অনুযায়ী মোট ৩৯০ জন বেকার যুব/যুব মহিলা পাওয়া যায়। যারা বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে আত্নকর্মী/স্বনির্ভর হতে চায়। উক্ত বেকার যুব/যুব মহিলাদের চাহিদা মোতাবেক ১০২ (একশত দুই) জন ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ, ৯৯(নিরানব্বই) জন দর্জি প্রশিক্ষণ, ৬৩ (তেষট্টি) জন কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ৫৫ (পঞ্চান্ন) জন কৃষি বিষয়ে প্রশিক্ষণ, ১৯ (উনিশ) জন গবাদীপশু পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ, ১৩ (তের) জন ব্লক-বাটিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ, ১২ (বার) জন ইলেট্রিক্যাল এ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স বিষয়ে প্রশিক্ষন, ১২ (বার) জন রাজমিস্ত্রী বিষয়ে প্রশিক্ষণ, ০৮ (আট) জন মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ, ০৩ (তিন) জন অটোরিক্সা/ভ্যান/গাড়ী মেরামত বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং ০১ (এক) জন পার্লার/বিউটিফিকেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে আগ্রহী। তারা প্রশিক্ষন নিয়ে প্রাপ্ত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে স্বনির্ভর হতে চায়। জাইকার অর্থায়নে উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	ক) উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ২০১৯-২০খ্রিঃ অর্থবছরের উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি) থেকে প্রকল্প গ্রহনের সময় আলোচনা সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা।
	(খ) আমাদের দপ্তরের কিছু ঋণ খেলাপী হয়েছে। যাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও ঋণ পরিশোধের তাগাদা দিয়েও তারা ঋণ এর কোন কিস্তির টাকা পরিশোধ করছে না। এমনকি তাদের নিকট হতে ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় উক্ত খেলাপী ঋণীদের অফিসিয়াল ভাবে চিঠি দেওয়া হয়েছে।	(খ) উক্ত খেলাপী ঋণ আদায়ের বিষয়ে বিধিগত পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাকে অনুরোধ করা হয়।	
২২	<u>উপজেলা মহিলা ও শিশু উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত কার্যক্রম</u> ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা বলেন যে, গত ০৮-০৯-২০২০খ্রিঃ তারিখে মহিলা ও শিশু উন্নয়ন সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তার বিভাগীয় কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে। তিনি আরও বলেন যে - (ক) আগামী ৯ ডিসেম্বর বেগম রোকেয়া দিবস। আমি উপজেলা চেয়ারম্যান মহোদয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্যার, ভাইস চেয়ারম্যানদ্বয়, সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও পরিষদের সকল	(ক) বেগম রোকেয়া দিবসে উপস্থিত থাকার জন্য পরিষদের সকল সদস্যদের বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হয়।	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা।

	দপ্তরের দপ্তর প্রধানদের বেগম রোকেয়া দিবসে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। (খ) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জীবননগর কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রতি তিন মাসে ৩০ জন করে বছরে ১২০ জন দুঃস্থ, অসহায় মহিলাদের (বৃত্তিমূলক) দর্জি ও এমব্রয়ডারী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। গত ২৬ মার্চ হতে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) ২০২০ এর জন্য প্রধান কার্যালয় ঢাকা এর নির্দেশে অত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বন্ধ আছে। দপ্তরে সেলাই মেশিন পর্যাপ্ত বা চাহিদা অনুযায়ী না থাকায় দর্জি (সেলাই) প্রশিক্ষণ কাজ যথাযথ ভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। ০৩টি সেলাই মেশিন আছে তার মধ্যে ০২টি সেলাই মেশিন নষ্ট। ০১টি সেলাই মেশিন দিয়ে ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া খুবই অসাধ্য হয়ে পড়েছে। উপজেলা পরিষদ হতে ০৫টি সেলাই মেশিনের ব্যবস্থা করা হলে দর্জি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ভালভাবে চলবে এবং প্রশিক্ষণ গ্রহনকারী মহিলারা দর্জির কাজ করে নিজেরা সাবলম্বি হতে পারবে। তাছাড়া ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী বসার ও সেলাই মেশিন রাখার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় খুবই অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	(খ) উক্ত সেলাই মেশিনের বিষয়ে চলতি অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) তহবিলের বরাদ্দ হইতে প্রকল্প গ্রহনের সময় আলোচনা সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।	
২৩	<u>অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত কার্যক্রম</u> ঃ উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা বলেন যে, তার বিভাগীয় কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে মর্মে সভাকে জানান।	নিয়মিতভাবে উক্ত স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠান করতে হবে।	উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, জীবননগর।
২৪	<u>উপজেলা জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সম্পর্কিত কার্যক্রম</u> ঃ উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বলেন যে, গত ২৭-০৯-২০২০খ্রিঃ তারিখে জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তার বিভাগীয় কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে। তিনি আরও বলেন যে - (ক) জীবননগর উপজেলার সার্বিক স্যানিটেশন অবস্থা সন্তোষজনক। তিনি আরো জানান যে, জীবননগর উপজেলার ০৮+১৪ টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে Deep tube-well with submersible pump with RO filter সমৃদ্ধ নলকূপ বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে এবং অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী কাজ চলমান আছে এবং পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় মোট ১১ টি নলকূপ (বিভিন্ন ধরনের) বরাদ্দ পাওয়া গেছে যা বিভাজন করা প্রয়োজন। (খ) র‍্যাপিড টেস্ট কিট সংক্রান্ত ঃ আমাদের অঞ্চলে আর্সেনিক, আয়রন ও ক্লোরিন সাধারণত এই তিনটির প্রভাব বেশি আছে। অন্যান্যগুলি আমাদের অঞ্চলে নেই। এইগুলি আমরা পরিক্ষা করে থাকি। এইগুলি ঠিকাদার এর মাধ্যমে আমাদের যে জোনাল অফিস আছে ঝিনাইদাহতে সেখানে পরিক্ষা করা হয়। ব্যক্তি পর্যায়ে যে সকল ওয়াটার সোর্স এখানে বসানো হয় সে সকল ওয়াটার সোর্সের পানি পরিক্ষা করার জন্য আমার অফিসে অনেকে আসেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় পানি পরিক্ষা করার মত যে টেস্ট কিট সে কিট সরবরাহ এখন নেই। কারন আমাদের চুয়াডাঙ্গা জেলাতে ল্যাবরেটরি নির্মানাধিন আছে। এক্ষেত্রে স্থানীয় ভাবে পানির গুনগত মান পরিক্ষা করার জন্য র‍্যাপিড টেস্ট কিট সরবরাহ করা জরুরী হয়ে পড়েছে। পানি টেস্ট ল্যাবরেটরির মাধ্যমে করা হলে সরকারী খরচ ১১৫০/- টাকা। যা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা জানি আর্সেনিক এর কারনে ক্যান্সার পর্যন্ত	(ক) পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দপ্রাপ্ত মোট ১১টি নলকূপ বিধি মোতাবেক ০৮টি ইউনিয়নে বন্টনের জন্য উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলকে অনুরোধ করা হয়। (খ) র‍্যাপিড টেস্ট কিট সরবরাহের বিষয়ে চলতি অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) তহবিলের বরাদ্দ হইতে প্রকল্প গ্রহনের সময় আলোচনা সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।	উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, জীবননগর।

	হতে পারে। জীবননগর উপজেলায় আয়রন এর পরিমান অনেক বেশি কিন্তু আয়রন এর বিষয়টি কেউ গুরুত্ব দেয় না। এই ছোট ছোট আয়রন থেকে এক সময় বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। এক্ষেত্রে আর্সেনিক, আয়রন, ক্লোরিন এবং পানির যে পিএইচ আছে সে পিএইচ পরিমাপ করার জন্য সরঞ্জাম এবং র‌্যাপিড টেস্ট কিট যদি উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে সরবরাহ করা যায় তাহলে এই সেবাটি মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। বিষয়টি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।		
২৫	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা বলেন যে, তার বিভাগীয় কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে মর্মে সভাকে জানান। আমাদের করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর কারনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বন্ধ আছে। করোনা ভাইরাস নির্মুল হলে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম স্বাভাবিক ভাবে চলবে।	উক্ত দাপ্তরিক কার্যক্রম যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় সে বিষয়ে উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তাকে অনুরোধ করা হলো।	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা, জীবননগর।
২৬	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) বলেন যে - তার বিভাগীয় কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে মর্মে সভাকে জানান।	উক্ত দাপ্তরিক কার্যক্রম যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় সে বিষয়ে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাকে অনুরোধ করা হয়।	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, জীবননগর।
২৭	সহকারি জেনারেল ম্যানেজার, মেহেরপুর পল্লি বিদ্যুৎ সমিতি, সাব জোনাল অফিস, জীবননগর বলেন যে, বিভিন্ন এলাকায় তারের উপরে যে গাছের ডাল লেগে আছে সে গুলি আমরা কাটা শুরু করবো। এব্যাপারে সকলের সহযোগিতা কামনা করছি। যাদের বিদ্যুৎ বিল বাকি আছে তাদের বিল পরিশোধ করার বিষয়ে বলেন। এবিষয়ে আমরা দ্রুত অভিযানে নামবো।	দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য সহকারি জেনারেল ম্যানেজার, মেহেরপুর পল্লি বিদ্যুৎ সমিতি, সাব জোনাল অফিস, জীবননগরকে অনুরোধ করা হয় এবং সহযোগিতার জন্য পরিষদের সকল সদস্যদের বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হয়।	সহকারি জেনারেল ম্যানেজার, মেহেরপুর পল্লি বিদ্যুৎ সমিতি, সাব জোনাল অফিস, জীবননগর।
২৮	স্টেশন অফিসার, ফায়ার সার্ভিস, জীবননগর বলেন যে, তার দাপ্তরিক কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে। করোনা ভাইরাস উপেক্ষা করে আমরা জনগণকে সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছি। গত মাসে একটি অগ্নিকান্ড ঘটেছে। মাত্র ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা ক্ষতি হয়েছে। মানুষের জানমালের কোন ক্ষতি হয়নি। আমরা প্রতি মাসে মার্কেট, দোকান ও রাইসমিলসহ বিভিন্ন জায়গায় অগ্নিকান্ড নির্বাপক দিয়ে সবাইকে সচেতন করছি।	উক্ত দাপ্তরিক কার্যক্রম যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় সে বিষয়ে স্টেশন অফিসার, ফায়ার সার্ভিস, জীবননগরকে অনুরোধ করা হয়।	স্টেশন অফিসার, ফায়ার সার্ভিস, জীবননগর।
২৯	ফিল্ড সুপারভাইজার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জীবননগর বলেন যে, তার দাপ্তরিক কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে মর্মে সভাকে জানান।	উক্ত দাপ্তরিক কার্যক্রম যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় সে বিষয়ে ফিল্ড সুপারভাইজার, ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে অনুরোধ করা হয়।	ফিল্ড সুপারভাইজার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জীবননগর।
৩০	উপজেলা তথ্যসেবা কর্মকর্তা বলেন যে, তার বিভাগীয় কার্যক্রম স্বাভাবিক ভাবে চলছে মর্মে সভাকে জানান। আমাদের করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর কারনে ফিল্ড কার্যক্রম চলমান আছে এবং উঠান বৈঠক বন্ধ আছে। করোনা ভাইরাস নির্মুল হলে আমাদের উঠান বৈঠকের কার্যক্রম শুরু হবে।	উক্ত দাপ্তরিক কার্যক্রম যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় সে বিষয়ে উপজেলা তথ্যসেবা কর্মকর্তাকে অনুরোধ করা হয়।	তথ্যসেবা কর্মকর্তা, উপজেলা পরিষদ, জীবননগর।
৩১	<u>ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার ও ওয়েব পোর্টাল</u> ঃ সহকারী প্রোগ্রামার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, উপজেলা	ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের কার্যক্রম যথাযথ	সহকারী প্রোগ্রামার,

	পরিষদ, জীবননগর বলেন যে, তার দাপ্তরিক কার্যক্রম স্বাভাবিক ভাবে চলছে মর্মে সভাকে জানান। তিনি আরও বলেন যে, জীবননগর উপজেলার সকল সরকারি অফিস, ইউনিয়ন ও উপজেলা ওয়েবপোর্টাল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় সকল তথ্য হালনাগাদ করতে উপজেলার সকল দপ্তরের কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইউডিসি উদ্যোক্তাদের অনুরোধ করা হয়। নিয়মিতভাবে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে তথ্য আপলোড করার জন্য সভাকে অবহিত করা হয়।	পরিচালনা করতে হবে। ১০০% ওয়েব পোর্টালের কাজ সম্পন্নসহ নিয়মিত আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হয়।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, উপজেলা পরিষদ, জীবননগর।
৩২	জনাব মোঃ আঃ সালাম, ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, জীবননগর বলেন যে, উপজেলা পরিষদের যে ১৭টি দপ্তরের দপ্তর প্রধান আছেন তারা এই করোনার ভিতরে জনগণের যে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের প্রত্যেক দপ্তরে সাধারণ জনগণ যারা সেবা নিতে আসেন তাদের ভিতরে কিছু মানুষ মাস্ক পরে আসেন না। তাদেরকে একটি মাস্ক দিয়ে তারপর সেবা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। ফায়ার সার্ভিসের সামনে ০২টি গাছ আছে। উক্ত গাছের বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সামাজিক বনায়ন নার্সারী ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জীবননগরকে অনুরোধ করেন। আমাদের উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের রাস্তার উন্নয়ন হয়েছে। কিন্তু রাস্তার ধারে পুকুর/গর্ত কাটার কারনে রাস্তাগুলি সব ভেঙ্গে পুকুর/গর্তের ভিতরে চলে যাচ্ছে। আমাদের সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে যাতে রাস্তার ধারে কোন মানুষ পুকুর/গর্ত কেটে রাস্তাগুলি ভাঙ্গনের সৃষ্টি করতে না পারে। বিষয়গুলি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	কোন মানুষ যাতে রাস্তার ধারে পুকুর/গর্ত কাটতে না পারে সে বিষয়ে উপজেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদেরকে সতর্ক থাকার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হয়।	সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ
৩৩	জনাব মোছাঃ আয়েশা সুলতানা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, জীবননগর বলেন যে, জীবননগর উপজেলার যে ১৭টি দপ্তরের স্থায়ী কমিটি আছে। সে ১৭টি দপ্তরের স্থায়ী কমিটির সভা নিয়ম অনুযায়ী ২মাস পর পর হওয়ার কথা। কিন্তু দপ্তরগুলি স্থায়ী কমিটির সভা ঠিক মত করছে না। উক্ত স্থায়ী কমিটির সভা নিয়মিত করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করেন।	উক্ত স্থায়ী কমিটির সভা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ সদস্য-সচিবগণকে বিশেষ ভারে অনুরোধ করা হয়।	সংশ্লিষ্ঠ ১৭টি দপ্তরের দপ্তর প্রধানগণ।
৩৪	চেয়ারম্যান, উথলী ইউনিয়ন পরিষদ, জীবননগর বলেন যে, উথলী ইউনিয়নে সারের সংকট দেখা দিয়েছে। চাষিরা বিভিন্ন সময় দোকানে গিয়ে সার পাই না। সার পেলেও বেশি দামে বিক্রয় করা হয়। এসমস্যা সমাধানের বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয়ের সু-দৃষ্টি কামনা করেন।	উক্ত সারের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য উপজেলা কৃষি অফিসারকে অনুরোধ করা হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জীবননগর।
৩৫	চেয়ারম্যান, আন্দুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ, জীবননগর বলেন যে, আন্দুলবাড়িয়া বাজারে একটি বড় হাট আছে, সে হাটটির অবস্থা খুবই করুন। হাটের টিনসেড ভেঙ্গে গিয়েছে এবং একটি কশাইখানা আছে সেই কশাইখানার টিনসেড ভেঙ্গে গিয়েছে। এবিষয়ে উপজেলা চেয়ারম্যান এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয়ের ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য আবেদন জানান।	উক্ত হাটের বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জীবননগর।
৩৬	চেয়ারম্যান, হাসাদাহ ইউনিয়ন পরিষদ, জীরননগর বলেন যে, হাসাদাহ মেইন রাস্তা হইতে হাসাদাহ ইউনিয়ন পরিষদ গামি রাস্তা ভেঙ্গে গিয়েছে। এই রাস্তা দিয়ে পরিবার পরিকল্পনার স্বাস্থ্য কেন্দ্র, হাসাদাহ বালিকা বিদ্যালয়, হাসাদাহ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং কিন্ডার গার্ডেন স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীরা যাতায়াত করে। এই রাস্তাটি জরুরী পাকা করনের জন্য আবেদন জানান। হাসাদাহ ইউনিয়ন পরিষদের ভবন নষ্ট হয়ে গিয়েছে। দেওয়াল থেকে রং ঝড়ে পড়ছে এবং প্লাষ্টার ভেঙ্গে পড়ছে। ভবনটি জরুরী	উক্ত রাস্তা এবং হাসাদাহ ইউনিয়ন পরিষদের ভবন পরিদর্শন পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য উপজেলা প্রকৌশলীকে অনুরোধ করা হয়।	উপজেলা প্রকৌশলী, জীবননগর।

	সংস্কার করা প্রয়োজন।		
৩৭	**চেয়ারম্যান,** মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদ, জীবননগর বলেন যে, আমাদের ইউনিয়নে যে সকল ইট ভাটা, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে এইগুলি প্রতিষ্ঠান আমাদের কোন ট্যাক্স দেয় না এবং পল্লী বিদ্যুৎ এর তারের উপর ঝুলে যাওয়া যে গাছের ডাল কাটা হয় সে ডাল কাটার সময় আমাদের অবগত করা হয় না। গাছের ডাল কাটার আগে অবগত করার জন্য আহব্বান জানান।	উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির মালিকদের ট্যাক্স দেওয়ার বিষয়ে পত্র দেওয়ার জন্য সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের বলা হয় এবং গাছের ডাল কাটার আগে সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের অবগত করার জন্য সহকারি জেনারেল ম্যানেজার, মেহেরপুর পল্লি বিদ্যুৎ সমিতি, সাব জোনাল অফিস, জীবননগরকে অনুরোধ করা হয়।	সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সহকারি জেনারেল ম্যানেজার, মেহেরপুর পল্লি বিদ্যুৎ সমিতি, সাব জোনাল অফিস, জীবননগর।
৩৮	<u>উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিল হইতে ব্যয় সংক্রান্ত ঃ</u> (ক) অক্টোবর-২০২০খ্রিঃ মাসে জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সম্মানী ভাতা ও বাড়ী ভাড়া, ভাইস চেয়ারম্যান এবং মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান এর সম্মানী ভাতা - মালি ও ঝাড়ুদার পদে নিয়োজিত কর্মচারীগণের মজুরী - উপজেলা পরিষদের সভা, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়াম্যানগণের সভাসহ অন্যান্য সভা, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাসহ অন্যান্য সভা এবং ভাইস-চেয়ারম্যানগণের সভাপতিত্বে গঠিত ১৭ (সতের) টি উপজেলা কমিটির সভার আপ্যায়ন - উপজেলা পরিষদের অফিস সামগ্রী ও স্টেশনারি দ্রব্যাদিসহ আনুষঙ্গিক ব্যয় এবং উপজেলা পরিষদের ইন্টারনেট বাবদ বিল উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের অর্থায়ন হইতে ব্যয় করা হয়েছে - (০১) জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মহোদয়ের অক্টোবর-২০২০খ্রিঃ মাসের সম্মানী ভাতা - ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা মাত্র ও বাড়ী ভাড়া - ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা মাত্র, জীবননগর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান এর অক্টোবর-২০২০খ্রিঃ মাসের সম্মানী ভাতা - ২৭,০০০/- (সাতাশ হাজার) টাকা মাত্র এবং জীবননগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান এর অক্টোবর-২০২০খ্রিঃ মাসের সম্মানী ভাতা - ২৭,০০০/- (সাতাশ হাজার) টাকা মাত্র।	(ক-১) উক্ত আলোচনান্তে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মহোদয়ের সম্মানী ভাতা ও বাড়ী ভাড়া, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান এর সম্মানী ভাতা বাবদ ব্যয়িত অর্থ উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা-২০২০, ৩(ধ) অনুচ্ছেদ এর "উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যানগণের সম্মানী ও টিএ/ডিএ ভাতা" খাত হইতে পরিশোধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা প্রকৌশলী, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
	(০২) জীবননগর উপজেলা পরিষদে খন্ডকালীন (দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে) মালি পদে নিয়োজিত কর্মচারীকে অক্টোবর-২০২০খ্রিঃ মাসের মজুরী বাবদ - ১১,৭০০/- (এগার হাজার সাতশত) টাকা মাত্র এবং জীবননগর উপজেলা পরিষদে খন্ডকালীন (দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে) ঝাড়ুদার পদে নিয়োজিত কর্মচারীকে অক্টোবর-২০২০খ্রিঃ মাসের মজুরী বাবদ - ১১,৭০০/- (এগার হাজার সাতশত) টাকা মাত্র ।	(০২) উক্ত মালি ও ঝাড়ুদার পদে নিয়োজিত কর্মচারী গণের মজুরী বাবদ ব্যয়িত অর্থ উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা-২০২০, ৩(ত) অনুচ্ছেদ এর "মালি/ সুইপার নিয়োগ" খাত হইতে পরিশোধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
	(০৩) জীবননগর উপজেলা পরিষদে মাষ্টাররোলে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কর্মী পদে নিয়োজিত কর্মচারীকে অক্টোবর-২০২০খ্রিঃ মাসের মজুরী বাবদ -	(০৩) উক্ত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কর্মী পদে	

	১,৯৩২/- (এক হাজার নয়শত বত্রিশ) টাকা মাত্র।	নিয়োজিত কর্মচারীর মজুরী বাবদ ব্যয়িত অর্থ উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা-২০২০, ৩(ভ) অনুচ্ছেদ এর "বর্জ্য ব্যবস্থাপনা/পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা" খাত হইতে পরিশোধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
	(০৪) অক্টোবর-২০২০খ্রিঃ মাসের উপজেলা পরিষদের সভা, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়াম্যানগণের সভাসহ অন্যান্য সভা, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাসহ অন্যান্য সভা এবং ভাইস-চেয়ারম্যানগণের সভাপতিত্বে গঠিত ১৭ (সতের) টি উপজেলা কমিটির সভার আপ্যায়ন ব্যয় বাবদ- ৩৭,৯১৫/- (সাইত্রিশ হাজার নয়শত পনের) টাকা মাত্র।	(০৪) উক্ত উপজেলা পরিষদের সভা, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়াম্যানগণের সভাসহ অন্যান্য সভা, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাসহ অন্যান্য সভা এবং ভাইস-চেয়ারম্যানগণের সভাপতিত্বে গঠিত ১৭ (সতের) টি উপজেলা কমিটির সভার আপ্যায়ন বাবদ ব্যয়িত অর্থ উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা-২০২০, ৩(জ) অনুচ্ছেদ এর "আপ্যায়ন ব্যয়" খাত হইতে পরিশোধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
	(০৫) অক্টোবর-২০২০খ্রিঃ মাসের উপজেলা পরিষদের অফিস সামগ্রী ও স্টেশনারি দ্রব্যাদিসহ আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ- ৪,৯৮৫/- (চার হাজার নয়শত পঁচাশি) টাকা মাত্র।	(০৫) উক্ত অফিস আনুষঙ্গিক বাবদ ব্যয়িত অর্থ উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা-২০২০, ৩(ঝ) অনুচ্ছেদ এর "আনুষঙ্গিক" খাত হইতে পরিশোধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
	(০৬) অক্টোবর-২০২০খ্রিঃ মাসের উপজেলা পরিষদের ইন্টারনেট বিলের ব্যয় বাবদ- ৪,৪০০/- (চার হাজার চারশত) টাকা মাত্র।	(০৬) উক্ত ইন্টারনেট বিল বাবদ ব্যয়িত অর্থ উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা-২০২০, ৩(ঢ) অনুচ্ছেদ এর "বিদ্যুৎ/টেলিফোন বিল, ভূমি উন্নয়ন কর, ইন্টারনেট বিল ইত্যাদি পরিশোধ" খাত হইতে পরিশোধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	

(খ) চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ বলেন যে, উপজেলা প্রশাসনিক ভবনের চেয়ারম্যান অফিসে বিভিন্ন সভাসহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ, উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের দপ্তর প্রধানগণসহ অনেক লোকজন আসেন। কিন্তু অফিসের সাথে চা-নাস্তা সরবরাহের জন্য কোন রুম না থাকার কারনে তাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করিতে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। সে মোতাবেক অফিসের বারান্দায় ফিক্সড কার্টিং এ্যালমোনিয়াম দিয়ে দুই সাইডে ঘেরা হয়। কিন্তু বারান্দার দিকে ঘেরা হয়নি। উক্ত বারান্দায় স্লাইড এর টপ ফিক্সড ও ২টি স্লাইড এর দরজা করে ঘেরা হয়। উক্ত কাজের স্লাইড এর চাকা, লক, রাবার, সাটার বোটম, স্লাইড এর এ্যালমোনিয়াম ও কফি কালারের গ্লাস বাবদ- ২১,০৫০.০০ (একুশ হাজার পঞ্চাশ) টাকা এবং মিস্ত্রি মজুরি বাবদ- ৩,৯০০.০০ (তিন হাজার নয়শত) টাকা। সর্বমোট- ২১,০৫০+৩,৯০০= ২৪,৯৫০.০০ (চব্বিশ হাজার নয়শত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র ব্যয় হয়েছে। উক্ত কাজের মালামাল ও মিস্ত্রি মুজুরির টাকা পরিশোধ করা প্রয়োজন মর্মে মাসিক সাধারন সভায় আলোচনা করলে পরিষদের সকল সদস্য একমত পোষন করেন এবং উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের অর্থায়ন হইতে ব্যয় করার জন্য সকল সদস্য সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

(খ) উক্ত কাজের মালামাল ক্রয় ও মিস্ত্রি মজুরি বাবদ ২৪,৯৫০.০০ (চব্বিশ হাজার নয়শত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র। উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা-২০২০, ৩(ক) অনুচ্ছেদ এর "উপজেলা পরিষদ ভবন ও বাসাবাড়ি মেরামত/সংরক্ষণ /রংকরণ" খাত হইতে পরিশোধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(গ) উপজেলা নির্বাহী বলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, উপজেলা-১ শাখার ০৯-১১-২০২০খ্রিঃ তারিখের ৪৬.০০.০০০০.০৪৬.০১৫.০০৪.১২(অংশ)-৮৮৩ নং স্মারকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের প্রবিধি-৩ অধিশাখা গত ১২ অক্টোবর ২০২০খ্রিঃ তারিখের ৯৩ নং স্মারক এবং উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা-২০২০, ৩(ত) এর নির্দেশনা অনুযায়ী উপজেলা পরিষদে দৈনিক হাজিরা ভিত্তিতে নিয়োজিত শ্রমিকদের নিম্নোক্তভাবে মজুরির হার নির্ধারণ করেছেন।

ক্রঃ নং	দপ্তরের অবস্থান	দৈনিক প্রদেয় মজুরির হার	মন্তব্য
০১	উপজেলা পষিদ	৫৫০/- (পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকা	দক্ষ মালি ও সুইপার
০২	উপজেলা পষিদ	৫০০/- (পাঁচশত) টাকা	অদক্ষ মালি ও সুইপার

উক্ত বিষয়টি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।

(গ) জীবননগর উপজেলা পরিষদে দৈনিক হাজিরা ভিত্তিতে একজন মালি ও একজন সুইপার নিয়োজিত আছেন। তাদের কাজের দক্ষতা ভালো হওয়ায় তাদেরকে দক্ষ শ্রমিক হিসাবে স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক ০৯-১১-২০২০খ্রিঃ তারিখ থেকে ৫৫০/- (পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকা দৈনিক হাজিরা ভিত্তিতে মজুরি প্রদানের জন্য পরিষদের সকল সদস্য একমত পোষণ করেন যা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

(ঘ) গত ০২-১১-২০২০খ্রিঃ তারিখে উপজেলা প্রশাসনিক ভবনের চেয়ারম্যান অফিসের সাথে নাস্তার রুমের পানির লাইন সংযোগ দেওয়া হয়। উক্ত কাজের পানির পাইপ লাইনের পাইপসহ অন্যান্য টুকিটাকি মাল ক্রয় বাবদ- ১২,৮৯৫.০০ (বার হাজার আটশত পঁচানব্বই) টাকা মাত্র এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাসভবনের পানির লাইনের কিছু টুকিটাকি মাল ব্যবহারের অনুপযোগি হওয়ায় মালগুলি পরিবর্তন করা হয়েছে। উক্ত মালামাল ক্রয় বাবদ- ৮,৬৮৫.০০ (আট হাজার ছয়শত পঁচাশি) টাকা মাত্র । উক্ত কাজগুলি মিস্ত্রি ও লেবার দিয়ে করানো হয় যার মজুরি বাবদ- ৩,৪০০.০০ (তিন হাজার চারশত) টাকা মাত্র। সর্বমোট- ১২,৮৯৫+৮,৬৮৫+৩,৪০০=২৪,৯৮০.০০ (চব্বিশ হাজার নয়শত

(ঘ) উক্ত মালামাল ক্রয় বাবদ ২৪,৯৮০.০০ (চব্বিশ হাজার নয়শত আঁশি) টাকা মাত্র। উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা-২০২০, ৩(ট) অনুচ্ছেদ এর "পানির পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ /মেরামত" খাত হইতে পরিশোধের সিদ্ধান্ত গৃহীত

	আঁশি) টাকা মাত্র ব্যয় হয়েছে। উক্ত কাজের মালামাল ও মিস্ত্রি মুজুরির টাকা পরিশোধ করা প্রয়োজন মর্মে মাসিক সাধারন সভায় আলোচনা করলে পরিষদের সকল সদস্য একমত পোষন করেন এবং উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের অর্থায়ন হইতে ব্যয় করার জন্য সকল সদস্য সম্মতি জ্ঞাপন করেন।	হয়।	

আলোচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্য সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি সভায় আলোচিত বিষয়ের চুম্বক অংশগুলির প্রতি পুনঃ আলোকপাত করেন। তিনি বলেন যে, সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান। স্থায়ী কমিটিগুলির সভা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/সদস্য-সচিবগণকে অনুরোধ জানান। ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রকল্প গ্রহনের সময় জনগুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে প্রকল্পের চাহিদা দেওয়ার জন্য সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের অনুরোধ করেন। তিনি আরও বলেন যে, বিশ্বব্যপী করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) যে ভাবে প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে তাতে করে আমাদের উচিত হবে অবশ্যই মুখে মাস্ক ব্যবহার করা, নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত-পা ধৌত করা, সামাজিক দুরুত্ব মেনে চলা। খুব প্রয়োজন না হলে বাসার বাইরে না যাওয়া। গরম পানি খাওয়া। ভিটামিন সি জাতীয় ফল বেশী করে খাওয়া। আর নিজেকে সুরক্ষিত রাখা। সরকারী ঘোষিত নিয়ম কানুন মেনে চলাসহ আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে উপজেলা বাসীর প্রতি আমার অনুরোধ রইল।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১২/১/২০২০

(মোঃ হাফিজুর রহমান)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
☎ ০৭৬২৪-৭৫২৭৭
uzcjibannagar@gmail.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।

স্মারক নং ঃ ০৫.৪৪.১৮৫৫.০০০.০৬.০০১.২০২০-১৩৪৩(৫০)

তারিখ ঃ ২৩-১১-২০২০খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হলো ঃ

০১। মাননীয় সংসদ সদস্য, চুয়াডাঙ্গা- ২ ।
০২। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা।
০৪। জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হলো ঃ

০৫। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
০৬। মেয়র, জীবননগর পৌরসভা, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
০৭। ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
০৮। মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
০৯। চেয়ারম্যান .... ইউনিয়ন পরিষদ, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
১০। উপজেলা .... অফিসার, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা ।
১১। ০১ নং সংরক্ষিত মহিলা সদস্য, উপজেলা পরিষদ, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
১২। জনাব .... জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।

২৩/১১/2020

(এস. এম. মুনিম লিংকন)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা
উপজেলা পরিষদ, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
☎ ০৭৬২৪-৭৫০০১
unojibannagar@mopa.gov.bd

পরিশিষ্ট - খ

জীবননগর উপজেলা পরিষদের ১২-১১-২০২০খ্রিঃ তারিখের মাসিক সাধারন সভায় অনুমোদিত ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে উপজেলাসমূহের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং- ২২১০০০৪০০) থোক বরাদ্দের ৬৫০.০০ কোটি (ছয়শত পঞ্চাশ কোটি) টাকা হতে আসন্ন শীত মৌসুমে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য জীবননগর উপজেলা পরিষদের অনুকূলে ১,৩৩,০০০.০০ (একলক্ষ তেত্রিশ হাজার) টাকা বরাদ্দ প্রদান করেছেন। সেই প্রেক্ষিতে প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য নিম্নরুপ কমিটি গঠন করা হলো।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি	বরাদ্দ
০১	আসন্ন শীত মৌসুমে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, এন্টিসেপটিক সাবান বিনামুল্যে বিতরণ।	০১। মোছাঃ চামেলী খাতুন, সদস্য, মনোহরপুর ইউপি - প্রকল্প সভাপতি ০২। মোছাঃ রাশেদা খাতুন, সংরক্ষিত সদস্য, মনোহরপুর ইউপি - সদস্য সচিব ০৩। মোঃ আবু সাইদ, গণ্যমান্য ব্যক্তি - সদস্য ০৪। মোছাঃ কামরুন্নাহার, শিক্ষক - সদস্য ০৫। মোঃ কামাল ব্যাপারী, সমাজ সেবক - সদস্য ০৬। মোছাঃ বিউটি খাতুন, সমাজ কর্মী - সদস্য ০৭। হাফেজ মোঃ জাহিদুল ইসলাম, ঈমাম - সদস্য	১,৩৩,০০০.০০

22/11/2020

(মোঃ হাফিজুর রহমান)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।
☎ ০৭৬২৪-৭৫২৭৭
uzcjibannagar@gmail.com